



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 517 – 522

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেক মামা

গবেষক, দর্শন বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : mannabibek66@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024

Selection Date 20. 07. 2024

Keyword

Religious
abstinence,
religious
exclusivism,
inclusivism,
pluralism,
universalism,
tolerance,
tolerance.

Abstract

When great men like Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda came, they left a mold to solve all the problems of that age. Vivekananda saw in Sri Ramakrishna the mold suitable for the present, the mold upon which to build universal religion, a unique form of religious pluralism. Vivekananda said in the Chicago Dharma Mahasabha about the ideal of universal religion, "We not only tolerate all religions (tolerance), we believe all religions to be true (acceptance)". In my research paper, I will discuss religious pluralism in the light of Ramakrishna-Vivekananda's teachings and try to show that one religion is not opposed to another, but complementary. The same truth exists in all religions, so if all religions try to express this truth, then where is the conflict?

The mutual view of different religions can be mainly based on three types of views - religious exclusivism - 'Only my religion is true, all other religions are false'. Inclusivism says that other religions are individually inferior to one's own religion and only as a branch of one's own religion is the real importance of those religions. And pluralism says - all religions are true because they all lead to the same goal, but their paths may be manifold (ekang sat viprah bahudha badanti). Sri Ramakrishna is the first exponent of this view in the present world. Sri Ramakrishna showed through theory and practice the unity of form that exists in all religions. Truth is one though its expressions are many - 'Yat mit ty patha'. This Paramastya is beyond all conflicts and limitations. He cannot be bound by any particular dogma, by any particular belief. Sri Ramakrishna felt that God, Allah, Buddha, Jesus Christ, Shiva in various forms are the same consciousness which is the object of human worship. People can know that Supreme in different ways; According to his taste and ability. Just as a mother cooks rice and broth for some of her sick children, sago or barley for some, and sukto for others, considering their abilities and tastes, God has made different paths according to the nature of different people. There should be no conflict between different religions, because the paths of different religions lead people to the same perfection. Just as in a well-planned garden various types of flowering trees bloom in various colors and adorn the integral garden, so each religion



maintains its distinctiveness and uniqueness through simultaneous peaceful co-existence as an integral religion. Inter-religious dialogue can be developed on the basis of Vivekananda's innovative religious thinking, through which the concept of human unity can be strengthened. However, along with inter-religious dialogue, inter-religious conflict should be resolved or reduced through mutual understanding and exchange of ideas between different communities of any religion - the purpose of which is to realize the Supreme Being in unity with all.

Discussion

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহামানবেরা যখন আসেন তখন সেই যুগের সমস্ত সমস্যা নিরসনের জন্য একটা ছাঁচ রেখে যান। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছিলেন বর্তমানের উপযোগী সেই ছাঁচ, যে ছাঁচ অবলম্বনে নির্মিত হবে বিশ্বজনীন ধর্ম যা ধর্মীয় বহুত্ববাদেরই এক অনন্য রূপ।

মানুষের জীবনে ধর্মের এক বিশেষ স্থান আছে। ধর্মাচরণ একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এজন্যই তা সংবেদনশীল। আজ মানুষে মানুষে যে বিভেদ, হানাহানি, ভুল বোঝাবুঝি সমস্ত কিছুই অন্তরালে আমরা ঐ সংবেদনশীল ধর্মই দেখি। আমরা দেখি ধর্ম যেন একটি বেড়াবালি যাকে আমরা ‘ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট’ (Watertight Compartment) বলে থাকি। যেন সেই পাত্রের জল বাইরে আসতে পারে না - এমনই এক দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা। কেউ এর ব্যতিক্রমী কিছু করার চেষ্টা করলেই যেন সর্বনাশ। জলের তো কোন আলাদা রূপ নেই- যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকারই ধারণ করে। কাজেই এক পাত্র থেকে জল অন্য পাত্রে গেলে জলের স্বরূপ পালটায় না, মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রেও বোধহয় এমনটি আশা করা খুব অসঙ্গত নয়। যদি সবধর্মের প্লাবন দেখা যায় বা একাকারত্ব দেখা যায় তাহলে পৃথিবীর সমস্যার বহুলাংশের সমাধান হয়।

আজও আমরা দেখি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ এক ধর্মের বেড়াবালি ভেঙে মানুষ অন্যের সঙ্গে মিশেছে। যদি এমন এক পরিস্থিতির কথা ভাবা যায় যখন দেখি কোন একজন ব্যক্তি জলে ডুবে যাচ্ছেন আর প্রানপণে বাঁচার চেষ্টা করছেন। এমত অবস্থায় আমরা ঐ বিধর্মীর প্রতি কী আচরণ করব? আমার মনুষ্যত্ব ঐ মুহূর্তে কী দাবী করবে? এইক্ষেত্রে আমরা যদি ধর্মের প্রসঙ্গে যাই তাহলে তা হবে মানবিকতার ঘোরতর বিরোধী। কাজী নজরুল ইসলাম ঠিক এই কথাই বলেছেন- মানুষ যখন বিপন্ন তখন প্রশ্ন ‘হিন্দু না মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন? কাভারী বল, ডুবেছি মানুষ, সন্তান মোর মার’। ধর্মীয় সম্প্রীতির এর থেকে বড় নজীর বোধহয় আর কিছু হয় না। সমস্ত মানুষকে ধর্মনির্বিশেষে আমাদের একই মায়ের সন্তান বলে ভাবলে বোধহয় সমস্যা থাকে না।

ধর্মীয় বহুত্ববাদের দার্শনিক মডেল বা পরিকাঠামোতে সকল ধর্মমতই সমানভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পর্যাপ্ত পস্থা বলে স্বীকৃত। জন হিক তাঁর ধর্মদর্শনে ধর্মীয়বহুত্ববাদের কথা বলেছেন, বিচার করেছেন, কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং পরিশেষে এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। হিকের প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো অভিভাষণকে কেন্দ্র করে ধর্মীয়বহুত্ববাদের যে দার্শনিক মডেল গড়ে ওঠে, দার্শনিক পরিভাষায় তাকে আজ ‘বৈদান্তিক বহুত্ববাদ’ বলাই সঙ্গত। আমার এই গবেষণা পত্রে রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের শিক্ষার আলোকে ধর্মীয় বহুত্ববাদের আলোচনা করবো এবং দেখানোর চেষ্টা করবো যে, একটি ধর্মমত অপর ধর্মমতের বিরোধী তো নয়ই, বরং পরিপূরক। এক সত্য সমস্ত ধর্মে বিদ্যমান ফলে এই এক সত্য যদি সমস্ত ধর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ কোথায়?

ধর্মীয় বহুত্ববাদের আলোচনা করার পূর্বে মনে রাখা দরকার, ‘নিরপেক্ষতাবাদ’ (Indifferntism) নামে অভিহিত যে মতবাদে বলা হয় যে, ধর্মসমূহের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই- সব ধর্মই এক- শ্রীরামকৃষ্ণ কখনওই তা পোষণ করতেন না। নানা ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তিনি সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় তত্ত্বের দ্বারা আধুনিক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের (Comparative Religion) দুটি ধারণা অনুসূচিত হয় - ধর্মীয় অবভাসবাদ (Phenomenology of Religion) ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ

(Religious Pluralism)। ‘অবভাসবাদ’ হল এক ধরনের দার্শনিক বিচারধারা- ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসারেল এটির পত্তন করেন। এই পদ্ধতি দুটি নীতির উপর নির্ভরশীল। প্রথমটি হল বন্ধনীকরণ (epoche)- যার অর্থ, অন্য ধর্মের ভালমন্দ বিচার করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রত্যেকটি ধর্মের বিশ্বাস প্রথা আচার আচরণ যেমন, তাকে তেমনটি দেখা। আর অন্য নীতিটি হল- einfuhlen যাকে ইংরাজিতে empathy বা সমানুভূতি বলা হয়। এর অর্থ - আমাদের শুধু অন্য ধর্মের সমালোচনা থেকে বিরত থাকলেই হবে না, অন্য ধর্মকে তার অনুগামীদের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। আর দ্বিতীয় দার্শনিক ধারণাটি হল ধর্মীয় বহুত্ববাদ।^১

বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত তিনপ্রকার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে - ধর্মীয় একান্তবাদ (Exclusivism) বলে- ‘একমাত্র আমার ধর্মই সত্য, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা’। অন্তর্ভুক্তিবাদ (Inclusivism) বলে- অন্যান্য ধর্মমত সমূহ স্বতন্ত্রভাবে তার নিজের ধর্মমতের চেয়ে নিকৃষ্টতর এবং একমাত্র তার নিজস্ব ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত উপমত বা শাখামত হিসেবেই সে সকল ধর্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব। আর বহুত্ববাদ (Pluralism) বলে- সব ধর্মই সত্য কারণ তারা প্রত্যেকেই একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, তবে তাদের পথ বহুবিধ হতে পারে। ঋক বেদে বলা হয়েছে, “একং সদিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।” (১। ১৬৪। ৬৪) গীতাতে বলা হয়েছে, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্তানুরবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।” (৪। ১১) মানুষ যে ভাবেই বা যে পথেই ঈশ্বর ভজনা করে, সে সেই পথেই ঈশ্বর লাভ করে।

বহুকাল থেকে আমাদের এই বহুধর্মবাদী দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টিকে উত্থাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণ এর সমাধান সূত্রে বলেছেন- যত লোক ধর্ম ধর্ম করে এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে ও তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব- সব পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে। তাদের এই বোধ নেই যে, যাকেই তুমি কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়, তাঁকেই যিশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক, অন্য সব ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। সত্য এক যদিও তার অভিব্যক্তি অনেক - ‘যত মত তত পথ’। এই মতের প্রমাণ আমরা ‘শিবমহিম্নস্তোত্র’ে দেখতে পাই। এই স্তোত্রের বলা হয়েছে-‘রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথ জুয়াং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।’ (৭ম স্তোত্র) অর্থাৎ সরল বা জটিল নানা পথে গিয়ে যেমন বিভিন্ন নদী একই সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনই বিচিত্র রুচিবশতঃ - ভিন্ন ভিন্ন নানা ধর্মীয় পথ অবলম্বনকারীদেরও ঈশ্বরই একমাত্র গন্তব্যস্থল। যেহেতু মানুষের রুচির বৈচিত্র্য রয়েছে, তাই পরমসত্তা এক হওয়া সত্ত্বেও তার প্রকাশ বহুবিধ। এই পরমসত্তা সমস্ত প্রকার বিরোধ এবং সীমার উর্ধ্বে। তাকে কোন বিশেষ মতবাদ দ্বারা, বিশেষ বিশ্বাস দ্বারা কুক্ষিগত করা যায় না।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন বিবাদ থাকা উচিত নয়, কেননা বিভিন্ন ধর্মের পথ মানুষকে একই পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। ঠিক যেমন একটি সুপরিষ্কৃত উদ্যানে নানা প্রকার ফুলের গাছে নানা রঙের ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে অখণ্ড উদ্যানের শোভাবর্ধন করে, তেমনি প্রতিটি ধর্মমত তাদের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যুগপৎ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে এক অখণ্ড ধর্মভাব বজায় থাকে।^২ বিবেকানন্দের এই অভিনব ধর্ম চিন্তনের ভিত্তিতে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ (inter-religious dialogue) গড়ে উঠতে পারে, যার মাধ্যমে মানবসংহতির ধারণা সুদৃঢ় হতে পারে। তবে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে কোন ধর্মমতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া তথা ভাববিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃসম্প্রদায় বিরোধ (inter-religious conflict) মিটিয়ে ফেলতে হবে বা কমিয়ে আনতে হবে- যার উদ্দেশ্যই হল সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরমাত্মার উপলব্ধি।

আজকের বিশ্ব কোনো এক বিশেষ ধর্ম বা রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই প্রসঙ্গে বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট বলেন, এই যুগ হল যুক্তি বিচারের যুগ।^৩ সবকিছুকে স্বাধীন মনে বিশুদ্ধ বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন-

“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে

অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।



নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।”^৪

এই ধর্মান্তর থেকে মুক্তি উপায় হল বিবেকানন্দের পরধর্ম- গ্রহিষ্ণুতাপুষ্টি বহুত্ববাদী বৈদান্তিক ধর্মচিন্তা, যা আজ সারা বিশ্বে মানবতাবাদের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দ কি ভাবে ‘পরধর্ম- সহিষ্ণুতা’ বনাম ‘পরধর্ম- গ্রহিষ্ণুতার’ পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। যখন কেউ বলেন- ‘আমি তোমাকে সহ্য করি বা তোমার ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, তখন প্রকৃতপক্ষে আমি ও আমার ধর্ম মহান ও উন্নততর বলে তোমাকে সহ্য করি বা তোমার ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু- তুমি আমার থেকে হীন ও তোমার ধর্মমত আমার ধর্মমতের সমপর্যায় নয়- এই রকম একটি অর্থ পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায়।’ শুধুমাত্র পরমতসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হয় না, সকল ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে।^৫

ধর্মকে যদি এই অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনই বিবাদের অবকাশ থাকবে না। ‘আমার ধর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ’- এমন দাবি কেউই করতে পারবে না। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকমের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থাকতে পারে কিন্তু নৈতিক চেতনার জাগরণই যদি ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের কোন পার্থক্য থাকবে না। বর্তমানযুগে যে সমস্ত বিবাদ পরিলক্ষিত হয় তা মূলতঃ অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক বা মন্দির মসজিদ গীর্জাকেন্দ্রিক, যার স্থান ধর্মে গৌণ। এ সমস্তকে মুখ্য করে ভাবার অন্তরালে রয়েছে আমাদের শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা। এই অপব্যাখ্যাকে সরিয়ে মানুষ হয়ে উঠবে যথার্থ ধার্মিক যা হবে মানবতাবাদিক ধর্ম-বিশ্বজনীন ধর্ম। কেনোপনিষদে বলা আছে, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে জ্ঞানীয় ব্যক্তিগন সেই ঈশ্বরকে অনুভব করেন এবং তার মাধ্যমেই এই জগৎকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করেন। কাজেই উপনিষদের সময় থেকেই মানুষের মধ্যে সেই পরমসত্যকে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। যদি কেউ ঈশ্বরের আরাধনায় দিন কাটান এবং দেবমন্দিরে দিন কাটান অথচ মানুষকে ঘৃণা করেন তাহলে সেখানে কোন মতেই ঈশ্বর থাকতে পারেন না। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন -

“বহুরূপে সম্মুখে তমার, ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”^৬

মানুষই ঈশ্বরের আবাসস্থল- মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা-এ তত্ত্বে বিশ্বাসই বিশ্বজনীন ধর্মের মূল ভিত্তি।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করি না (tolerance), সব ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি (acceptance)।’ তিনি দৃষ্টকণ্ঠে শোনালেন-

“যে ধর্ম জগতকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।”^৭

বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মসম্বন্ধের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন, জগতে সকল ধর্মমতই পারস্পরিকভাবে সহযোগী, কোন ভাবেই বিরুদ্ধ নয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ধর্মী ধর্মচিন্তায় পুষ্ট হয়ে বলতে পেরেছিলেন যে, অন্য ধর্মমতকে সত্য বলে গ্রহণ করার জন্য তার নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করার দরকার নেই। প্রত্যেকে অপরের ধর্মমত থেকে ভাল শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে নিজের ধর্মমতের সঙ্গে অঙ্গীভূত (assimilation) করতে হবে। এই নীতিগত ভাবনার উপরই বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে ওঠেছে। বিবেকানন্দ ‘বিশ্বজনীন ধর্ম’ কথাটির অর্থ নূতন ভাবে তুলে ধরলেন। তবে এই বিষয়ে তাঁর ভাষণ ও রচনাবলী অনুশীলন করে আমরা



দেখতে পাই, তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের তিনটি ধারণা পরিস্ফুটিত করেছেন।^৮ প্রথম অর্থে, এই ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন। এক নিত্য ধর্মই মানসিক স্তরের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে, কালে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়।^৯ দ্বিতীয় অর্থে, বিশ্বজনীন ধর্ম হল সমস্ত প্রচলিত ধর্মের সমাহার। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে অন্যান্য কিছু বস্তু আছে, আবার কিছু ঘাটতিও আছে। সকল ধর্ম যখন এক সঙ্গে মিশে যায় তখন তারা তাদের ঘাটতি পূরণ করে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম সকল ধর্মের সমষ্টি, যার মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। আর তৃতীয় অর্থে বিশ্বজনীন ধর্ম সকলের জন্য-এর কোন লিঙ্গগত, জাতিগত, ধর্মগত বৈষম্য নেই। আর তাতেই বিবেকানন্দের মতো জীবন ও সত্তা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অর্থে ধর্ম হল মানুষের প্রতিনিয়ত লড়াই যা তাকে সসীম থেকে অসীমের দিকে নিয়ে যায় এবং সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। তাঁর কথায়,

“No man is born to any religion; he has a religion in his own soul.”^{১০}

তিনি বলেছেন,

“কোন খ্রিষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।”^{১১}

তিনি আর বলেন,

“যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই- সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাহার ধর্ম টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে- বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।”^{১২}

শিকাগো-ভাষণের ১২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ লগ্নে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যা বলেছিলেন, আজ আবার একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তার উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখতে পাই। সারা পৃথিবী জুড়ে যে ধর্মীয় হানাহানি চলেছে, যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা চলেছে সেখানে বিবেকানন্দকে আজ বড় প্রয়োজন। প্রয়োজন শিকাগো-ভাষণের সম্যক অনুধাবন। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজি বলেছিলেন -

“সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্নততা এই সুন্দর পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে।”^{১৩}

- একথা আজও সমান সত্য। স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতা শুধু সেকালের জন্য নয়, যতদিন যাবে ততই মানব সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে উত্তরনের দিশা দেখাবে।

Reference:

১. স্বামী ভজনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনা, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২, ২০১১, পৃ. ১১৩
২. Swami Bhajananda, Harmony of Religion, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata 700029, 2008, p. 40



৩. দ্রঃ পাশ্চাত্য দার্শনিক জন লকের উদারপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যেও বহুত্ববাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৬৮৯ সালে ‘ধর্ম সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে একটি চিঠি’ নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, ‘লিবারালিজম’-এর মূল কথাই হল আমি যা ভাবছি, চিন্তা করছি তা যেমন যুক্তি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রসূত, ঠিক তেমনি অন্য মত পোষণকারী ব্যক্তিদের মতের মধ্যেও যুক্তি, চিন্তা, মূল্যবোধ রয়েছে। সুতরাং আমার মতটাই একমাত্র সত্য, আর অন্য সব মত ভুল-একথা কি করে বলতে পারি? - এটিই বহুত্ববাদের মূল কথা। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাস হল এই বহুত্ববাদের ফলস্বরূপ। এর উল্টো পথের যাত্রীরা হলেন একান্তবাদী। তারা পরমত ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু পীড়ক, মানব মনের আত্মিক মিলনের অন্তরায়।
৪. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৫ খণ্ড, ১৩৮৩, পৃ. ২৮৪
৫. দিলীপকুমার মোহান্ত, ধর্মদর্শনের মূল সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১০০০৯১, ২০২০, পৃ. ২৩০
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, ৬ খণ্ড, পৃ. ২৬৯
৭. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭
৮. দিলীপকুমার মোহান্ত, ধর্মদর্শনের মূল সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১০০০৯১, ২০২০, পৃ. ২৪৫
৯. দ্রঃ এই মতের সঙ্গে A. N. Whitehead মতের সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর মতে ধর্ম হল এমন যাতে মানুষ একান্ত নিভূতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। ‘The great rational religions are the outcome of the emergence of a religious consciousness which is universal, as distinguished from tribal or even social. Because it is universal, it introduces the note of solitariness. Religion is what the individual does with his solitariness.’ A. N. Whitehead, Religion in the making, Cambridge University Press, 1926, p. 37
১০. Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata, Vol. 6, p. 82
১১. স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫
১২. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮
১৩. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮